চলন্ত কঙ্কাল

শিখা সেন

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

কঙ্কালের শরীরে রক্ত-মাংস সংযুক্তির জন্য নিপুণ শিল্পীর ছোঁয়া প্রয়োজন। 'চলন্ত কঙ্কাল'-এর যাত্রা সেই শিল্পীর সন্ধানে। নিপুণ শিল্পীর সান্নিধ্যেই সে মূর্ত হয়ে উঠবে জীবনের সঙ্গীতে। সেই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আজকের এই সংকলন।

—শিখা সেন

চলন্ত কঙ্কাল

পিশাচের উৎপাত,
ভূতদের উঁকিঝুকি,
মানুষ ঘুমিয়ে আছে,
চারিদিক চুপ্‌চাপ্‌।
খুট্‌খাট্‌ আওয়াজ,
কঙ্কাল চলেফেরে,
ওরা কি মানুষ ছিল,
ছিল কি পোশাক-সাজ!
আজ ওরা ন্যাংটা,
পিশাচের গ্যাংটা
চুষেচুষে খেয়ে মোটা,
বাকি শুধু প্রাণটা।
আছে প্রাণ ভূতদের,
নেই প্রাণ মানুষের,
পিশাচের চোখ জ্বলে
জ্বল্‌জ্বল্‌ আকাশে।
মানুষ ঘুমিয়ে আছে,
ঘুমিয়েই থাকবে,
পিশাচ রক্ত খেতে
রাতে শুধু জাগবে।
আর ঐ কঙ্কাল,
নেই পেট, নেই গাল,
আছে শুধু হাড় গুলি,
প্রতিবাদ—নেই কাল।

পঞ্চায়েতের ভাগ

টাকা-টাকা টুকটাক—
পঞ্চায়েতের ভাগ—

যত টাকা হয় ভাগ,
মেম্বার পিছু ভাগ।
আছে কত তুকতাক—
বক্তৃতায় ফুকফাক—
পঞ্চায়েতের ঢাক—
বড়োবড়ো জয়ঢাক!
আর আছে হাঁকডাক—
নেতাদের গাঁকগাঁক—
উদ্বোধনের শাঁখ—
চারিদিকে নামডাক।
থাকে যেন রাখঢাক,
মেপেজুপে কর তাক,
তাক কর মৌচাক,
মধু পেতে লাগে লাক!
মানি নাকো লাকটাক,
খাও দিয়ে ভাগটাগ—
টাকা-টাকা টুকটাক—
পঞ্চায়েতের ভাগ!

গণবণ্টন

গণবণ্টনে হায় চলে লুণ্ঠন,
কাগজে-কলমে চলে গণবণ্টন,
অন্ধকারের মাঝে পাচার রেশন—
চোরাকারবারে চলে গণবণ্টন!
আছে যত ডিস্ট্রিবিউটর-ডিলার
জেনে রেখো ওরা ভালোবাসে অন্ধকার,
ভালো মাল পায় যত পাচারে পাঠায়,
রদ্দিমাল কিনে এনে বণ্টনে লাগায়,
মনুষ্য নয় বিপিএল-জনগণ—
পশুখাদ্য-ভক্ষণে ক্ষুধা-নিবারণ!
এছাড়াও আছে নানারকম কায়দা,
ওরা সব সে সবেতে করে নেয় ফায়দা,
অজ্ঞতার অন্ধকারে আছে জনগণ,

বোঝে না মালের কথা হল যা বণ্টন,
কেউ বা রেশনশপে কার্ড রাখে হায়—
ডিলার ইচ্ছামতো বণ্টন দেখায়,
গণতান্ত্রিক দেশে গণবণ্টন—
ডিলারের পোয়াবারো—চলে লুণ্ঠন।
খাদ্যের মজুতদারি—ভেজাল-প্রয়োগ—
মুনাফালাভের যত সুবর্ণ-সুযোগ,
পুলিশ টাকা খেয়ে চোখ বুজে থাকে,
খাদ্য-দপ্তরও তাই, কী বলব কাকে,
ডেলিভারি-রিটার্নটা হয় না চেকিং,
হয় শুধু দুনম্বরী ভাওচার-মেকিং,
সরকারি অনুদানে চলেছে রেশন,
ফল তার পায় না গরিব-জনগণ!
আর আছে ভুয়া কার্ড হাজার-হাজার,
সাবসিডি জোগায় সদাশয় সরকার,
পঞ্চায়েত বিপিএল-তালিকা করেছে,
ঘরে বসে ইচ্ছামতো নাম ঢুকিয়েছে,
এইভাবে চলে দেশে গণবণ্টন—
গরিবের খাদ্যে চলে অবাধ লুণ্ঠন।
গরিব চাষির কথা ভাবে সরকার—
সহায়ক মূল্যে ধান-ক্রয় দরকার,
মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন—
সর্বহারা সংসারে শুধু অনটন,
যেটুকু হয়েছে কেনা তাতেও দুর্নীতি
কেন না এসবে যুক্ত সমবায়-সমিতি,
ঝরতি-পড়তি যত মিলেতে পাঠায়,
মিলও যথারীতি সুযোগের অপেক্ষায়,
খাদ্য-দপ্তর কিনে নেয় ভুষিমাল,
সবাই যুক্ত চেনে—এ যুগের হাল,
মাঝ থেকে মার খায় গণবণ্টন,
সরকারি অর্থের হয় লুণ্ঠন।
সমাজের চারিপাশে দুর্নীতির জাল,
অন্ধকারে কারবার আজকের হাল,
গণবণ্টনে চলে গণলুণ্ঠন—
বুঝতে পারে না নিরক্ষর জনগণ।

ফুল্লরার বারোমাস্যা

পুরানো সেই দিনের কথা মনে পড়ে যায়
বাজেট পেশের সময়টাতে বলে সে কথাই—
'ওরা টাকা দেয় না তাই কেমনে চালাই',
যাই হোক হাঁড়ির খবর জেনেছে সবাই।
'এ অবস্থার জন্য দায়ী দিল্লির সরকার'—
বলে শুধু যদিও হিসাব দেয় নাই টাকার
যত টাকা পেয়েছিল খরচ হল কিনা,
আর তো দেবে না টাকা ওটার হিসাব বিনা,
'আর কতদিন এমনি ধাপ্পা দিয়ে যাবে ভাই',
বিশ্বাস করে না কেউ ওদের কথায়!
সারাটা বছর ধরে অনটনের সংসার,
এরপর হবে শুরু পুরা অনাহার,
ফুল্লরার বারোমাস্যা ওরা গেয়ে যায়,
ভাঙা রেকর্ডটা শুধু বিরক্তি জাগায়,
দেউলিয়া হয়ে ওরা হারিয়েছে বিশ্বাস,
গদি আঁকড়ে তবু যতক্ষণ শ্বাস,
এরই মাঝে জনসভা ফাঁকা বক্তৃতায়,
কেন্দ্রের ঘাড়ে শুধু দোষটা চাপায়।
এরপর আছে কর্মচারিদের কথা,
ঘুষ ছাড়া কাজ চাওয়া শুধু বাতুলতা,
ইঞ্জিনিয়ার পারসেন্টেজ নিয়ে কাজ করে,
ডাক্তারবাবুরা হায় নার্সিংহোমে ঘোরে,
হাসপাতালে জাল বিলে টাকা নয়ছয়,
এইভাবে রাজকোষ শুধু খালি হয়,
ইউনিয়নবাজির ঠ্যালা ওরা বুঝে গেছে,
অবশেষে ভাঁড়ার তলানিতে ঠেকেছে,
আজ ওরা বুঝে গেছে চালানো যে দায়,
স্বীকার করে না তবু এই ব্যর্থতায়!
সামাল দিতে নয়ানয়া কর আবিষ্কার,
আদায়ের পদ্ধতি জানে কি সরকার,
অসৎ কর্মচারি পকেটেতে ভরে,
পদোন্নতি পায় ওরা প্রণামীর জোরে,
এদিকে ঘাটতি তো হয় না পূরণ,

সর্বহারা-সংসারে চলে অনটন,
এক রাজা চলে গেছে—নিয়েছে সন্ন্যাস,
বর্তমান রাজারও ওঠে নাভিশ্বাস,
গদির দখল পেয়ে কোনো সুখ নাই,
অভাবের সংসার কীভাবে চালায়!

সংস্কৃতির মানে

সংস্কৃতির মানে
ওরা ভালোই জানে,
আছে ওদেরই গানে
আর সস্তা স্লোগানে।
রাজনীতির গ্রাস
ছড়ায় সন্ত্রাস,
সংস্কৃতির মোড়ক
করেছে পাকা সড়ক,
সড়ক কোথায় যায়
জানে না যে হায়,
চলেছে একসাথে,
পৌঁছবে তো রাতে,
কীসের অনুষ্ঠানে
বুঝবে সেইখানে,
দিনের অনুষ্ঠান,
সংস্কৃতির মান,
বরণ সভাপতির
আর যত অতিথির,
প্রদীপ-প্রজ্বলন,
শুভ উদ্বোধন,
উদ্বোধনী-গীত,
যেখানে যা রীত!
বিড়ালের মুখ ধানে
আকালের মাঝখানে,
রেখেছে ঢেকে মেও,
জানে না তো কেউ।